যুগান্তর

তারিখ ... 4 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

এইচএসসিতে : পাসের হার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে এইচএসসির ফলাফলে এ ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বর্তমান সরকারের বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছরই পাসের হার বেড়েই চলে। কিন্তু পঞ্চম বছরে পৌঁছে ফলাফলে বিপর্যয় ঘটল। অবশ্য শুধু পাসের হারে নয়, এইচএসসিতে সর্বোচ্চ সাফল্য বলে বিবেচিত জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও এবার কমতির দিকে। ১০টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড এবার মোট জিপিএ-৫ লাভ করেছে ৫৮ হাজার ১৯৭ জন। গত বছর এ সাফল্য পেয়েছিল ৬১ হাজার ১৬২ জন। অর্থাৎ এক বছরেই এ সাফল্য কমেছে ২ হাজার ৯৬৫ জন।

পাবলিক পরীক্ষায় ফেলের হারের বিষয়টি ছিল একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সেখানে বিগত বছরগুলোতে অবশ্য বিপরীত চিত্র দাঁড়িয়েছে। এখন পাসের হারের এতই ছড়াছড়ি যে ফেল কতজন করল, সেই প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে শনিবার সকালে শিক্ষার্থীরা ভয়-উদ্বেগ নিয়ে কলেজে গেলেও বেশির ভাগই হাসিমুখ নিয়ে বাসায় ফিরেছে। শিক্ষক-অভিভাবকরাও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। যথারীতি মিষ্টির দোকানগুলোতে ভিড় ছিল লক্ষণীয়। অনেক জায়গায় মিষ্টি কেনার এতই ধুম ছিল যে, শেষ পর্যন্ত মিষ্টি অনেকে কিনতে পারেননি।

এবারের ফলাফলের বিশেষত্ব হল পাসের হারে ছেলে ও মেয়েরা প্রায় সমানে সমান। ১০টি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষায় মোট অংশ নিয়েছিল ১০ লাখ ২ হাজার ৪৯৬ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৭ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১ জন। এর মধ্যে ছেলে ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৮৯৯ জন ও মেয়ে ৩ লাখ ৫০ হাজার ৯৯২ জন। ছেলে পাসের হার ৭৪ দশমিক ৩২ আর মেয়ে ৭৪ দশমিক ২৯ ভাগ। তবে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির বিচারে মেয়েদের পেছনে ফেলে ছেলেরা এগিয়ে রয়েছে। ১০টি বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ১৯৭ জন। এর মধ্যে ছেলেরা পেয়েছে ৩১ হাজার ৬৩৮ জন আর মেয়ে ২৬ হাজার ৫৫৯ জন।

এবারও চতুর্থবারের মতো ইন্টারনেটে ই-মেইলের মাধ্যমে ফল পাঠানো হয় কলেজগুলোতে। সে অনুযায়ী বেলা ২টায় ইন্টারনেটের ই-মেইলের মাধ্যমে সারাদেশে একযোগে এই ফল পাঠানোর কথা। কিন্তু সারাদেশের ৭ হাজার ৬৫৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ই-মেইলে ফল পেতে দারুণ ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। অনেকেই ডিজিটাল বিড়ম্বনায় পড়ে বিকালের পরিবর্তে সন্ধ্যার পর ফল জানতে পেরেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জেলা সদর থেকে লোক পাঠিয়ে ফল গ্রহণ করতে হয়েছে অনেক কলেজ-মাদ্রাসাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আনন্দ-উল্লাসে কিছুটা ভাটার সৃষ্টি হয়। এর বাইরে অনলাইনের ধারাবাহিক ভোগান্তিতে এসএমএসের মাধ্যমেও ফল জানার ব্যবস্থা ছিল। তবে অনলাইনের ধারাবাহিক ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছিল। এসএমএসে অবশ্য ভোগান্তি তুলনামূলক কম ছিল। শিক্ষা বোর্ডগুলো এ ব্যাপারে অবশ্য বলেছে, যান্ত্রিক কারণে সামান্য ত্রুটি-সমস্যা হতেই পারে। এ জন্যই ফল জানার বিকল্প পদ্ধতিও রাখা হয়েছে। জেলায় ডিসি অফিস থেকে মানবতনী পদ্ধতিতে জানার ব্যবস্থাও ছিল। ২০০৯ সালে ৩০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ই-মেইলে এসএসসির ফলাফল পাঠানোর মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল।

বেলা সোয়া ১টায় যন্ত্রগুলোর সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ফল প্রকাশের ঘোষণা দেন। এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল তুলে দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী প্রথমে ধানমন্ডির আবাসিক মাদ্রাসার ছাত্র জাবিদ হাসানের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনিও এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় [illegible] শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার জন্য বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচিকে দায়ী করে বলেন, এজন্য শিক্ষার্থী বা শিক্ষকরা দায়ী নয়। এ দায় বিএনপি-জামায়াত-শিবিরের। দায়ী করতে হলে তাদের দায়ী করতে হবে। আমি জানতে চাই, তারা এতে কী পেল? প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছেট পরীক্ষার মূল্য না বুঝলে সেটা দুঃখজনক। বারবার পরীক্ষা পেছানোয় পরীক্ষার্থীরা চাপে পড়েছিল। তিনি অকৃতকার্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, যারা পাস করতে পারেনি, সেটা তাদের ব্যর্থতা না। পরীক্ষার সময়ে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এসেছিল। বিএনপি আর জামায়াত-শিবিরকেই জাতির কাছে জবাব দিতে হবে। কেন তারা পরীক্ষার্থীদের জীবন নষ্ট করল। এ সময় তিনি বলেন, যারা ঘটনাচক্রে এবার পাস করতে পারেনি, আগামীতে তারা ভালো করবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তার বক্তব্যে বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা তুলে ধরে বলেন, আগামীতে নতুন সরকারের দায়িত্ব নিয়ে শেখ হাসিনা শিক্ষার আরও উন্নয়ন করবেন।

ভিডিও কনফারেন্স উপলক্ষে যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তফা জব্বার যোগদান করেন। দুজন সংসদ সদস্য, সরকারি এমএম কলেজের অধ্যক্ষ ও চার শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মতবিনিময় করেন এবং তাদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি এ সময় সারাদেশের উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। একই সঙ্গে তিনি অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের অনেযোগ দিয়ে লেখাপড়া করার আহ্বান জানান।

বেলা সোয়া ১টায় সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনিও কৃতকার্য শিক্ষার্থী এবং তাদের গর্বিত পিতামাতা ও শিক্ষকদের অভিনন্দন জানান। বলেন, তারা দায়িত্ব নেয়ার পর শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার তারিখ নির্দিষ্ট করা, বিনামূল্যে বই প্রদান আর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ভালো পাঠদানের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। এর বাইরে শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এলাকার শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন ও পদক্ষেপের কারণে ফলাফল উন্নয়ন ঘটেছে। যদিও এবারের পাসের হার গত বছরের তুলনায় কম। এর জন্য অভিযোগ রাজনীতিকদের হরতালই দায়ী বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে সংবাদ সম্মেলনে ফল প্রকাশকালে সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক তাহিরা খাতুন, ১০টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, যন্ত্রগুলোর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী তার আগমনের পাবলিক পরীক্ষার শেষ ফলাফল প্রকাশনার সংবাদ সম্মেলন হিসেবে অনুষ্ঠানটিকে উল্লেখ করেন। এ বছর ১ এপ্রিল থেকে ২০ জুন পর্যন্ত সারাদেশে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নেয়া হয়। ওই সময়ে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের ঢাকা হরতালের কারণে একাধিকবার পরীক্ষা বিঘ্নিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী জানান, হরতালের কারণে ৩২টি পরীক্ষা পেছাতে হয়েছে। এর মধ্যে কেবল চট্টগ্রাম বোর্ডের ইংরেজির পরীক্ষাই ৪ দফা পেছাতে হয়েছে। হরতালের কারণে খাতা দেখার কাজও বিঘ্নিত হয় বলে জানান মন্ত্রী। এবার ১০টি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষায় মোট অংশ নিয়েছিল ১০ লাখ ২ হাজার ৪৯৬ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৭ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১ জন। পৃথকভাবে ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসিতে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৮ লাখ ১৪ হাজার ৪৬৯ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৫ লাখ ৭৯ হাজার ২৯৭ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ৮৭ হাজার ৪৭৪ জন অংশ নেয়। পাস করে ৮০ হাজার ২ জন। আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ৯৫ হাজার ৯৮৪ জন ছিল। পাস করেছে ৮১ হাজার ৭১৭ জন।

আটটি সাধারণ বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থী ২ লাখ ৬৩ হাজার ৪২৬ জন, রাজশাহীতে ১ লাখ ৫ হাজার ৭২ জন, কুমিল্লায় ৮৮ হাজার ৬৯৪ জন, যশোরে ১ লাখ ৯ হাজার ৯৯৪ জন, চট্টগ্রামে ৬৩ হাজার ৬৮৬ জন, বরিশালে ৫২ হাজার ১৭৩ জন, সিলেটে ৪২ হাজার ৯৮০ জন এবং দিনাজপুরে ৮৮ হাজার ৪৪৪ জন ছিল। ঢাকার বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে আরও পাঁচটি কেন্দ্রে ঢাকা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা নেয়া হয়। কেন্দ্রগুলো হচ্ছে জেদ্দা, রিয়াদ, কাতার, আবুধাবি এবং শ্রিলঙ্কা।

ঢাকা বোর্ড থেকে পাস করেছে ১,৯৫,০৪৫ জন, রাজশাহী বোর্ড থেকে ৮১,৬৩১ জন, কুমিল্লা বোর্ড থেকে ৫৪,৩২৯ জন, যশোর বোর্ড থেকে ৭৪,২৪০ জন, চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে ৩৮,৯৮৬ জন, বরিশাল বোর্ড থেকে ৩৭,৪০১ জন, সিলেট বোর্ড থেকে ৩৪,০০৯ জন ও দিনাজপুর বোর্ড থেকে ৬৩,৬২৪ জন। এর বাইরে ঢাকা বোর্ডের অধীনে ভিজাইইএম পরীক্ষায় ৪ হাজার ৫৬৯ জন অংশ নেয়। পাস করেছে ৩ হাজার ৯৭৫ জন। বোর্ডওয়ারি পাসের হার হচ্ছে— ঢাকা বোর্ডে ৭৪ দশমিক ৪, রাজশাহীতে ৭৭ দশমিক ৬৯, কুমিল্লা বোর্ডে ৬১ দশমিক ২৯, যশোরে ৬৭ দশমিক ৪৯, চট্টগ্রামে ৬১ দশমিক ২২, বরিশালে ৭১ দশমিক ৬৯ ভাগ, সিলেট বোর্ডে ৭৯ দশমিক ১৩ ভাগ এবং দিনাজপুরে ৭১ দশমিক ৯৪ ভাগ। এর বাইরে মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ৯১.৪৬ আর কারিগরি বোর্ডে ৮৫.০৩ ভাগ। পাসের হারের দিক থেকে এবার মাদ্রাসা বোর্ড সবচেয়ে ভালো করেছে। সবচেয়ে খারাপ করেছে চট্টগ্রাম বোর্ড। তবে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে ভালোর দিক থেকে এগিয়ে সিলেট বোর্ড।

সেরা কলেজ নির্বাচনে গত বছরেরই মানদণ্ড বিবেচনায় নেয়া হয়। এসএসসির মতো এইচএসসিতেও সেরা কলেজের তালিকায় উত্থান-পতন ঘটেছে। ঢাকা বোর্ডে সেরা কলেজের তালিকায় রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছে আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ আর তৃতীয় ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ। ১০টির মধ্যে তিনটি ঢাকার বাইরের কলেজ। এবার ৮৪৯টি প্রতিষ্ঠানে সবাই পাস করেছে। ২৫টি প্রতিষ্ঠানে কোনো পরীক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি।

সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে এবারও ৫টি মানদণ্ড যথাক্রমে নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর শতকরা হার, শতকরা পাসের হার, মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের গড় জিপিএ অনুসরণ করা হয়েছে।

ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা www.educationboard.gov.bd এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা http://result.bteb.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে ফল জানতে পেরেছে। মোবাইল ফোনে এসএসএমের মাধ্যমে এইচএসসির ফল জানতে HSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে ২০১২ লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে।

ফল পুনঃনিরীক্ষণের তারিখ : কোনো শিক্ষার্থী ফল পুনঃনিরীক্ষা করতে চাইলে ওয়ু টেলিটকের প্রিপেইড মোবাইল থেকে ব্যালেন্স রিচার্জ করে 'আরএসসি' লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল লিখে স্পেস দিয়ে বিষয় কোড লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। প্রতি বিষয় ও পত্রের জন্য ১৫০ টাকা ফি নেয়া হবে। নিজস্ব এসএসএমে টাকা কেটে নেয়ার তথ্য জানিয়ে পিন নম্বর দেয়া হবে। আবেদনে রাশি আবেদন ব্যালেন্স রিচার্জ করে 'আরএসসি' লিখে স্পেস দিয়ে 'ইয়েস' লিখে স্পেস দিয়ে পিন লিখে কনফার্ম নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। একই এসএমএসের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বিষয় কোড লিখে একাধিক বিষয়ের আবেদন করা যাবে।

২ ২